উপজেলা পরিষদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

গজারিয়া উপজেলা পরিষদের জুলাই, ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
সভার স্থান ঃ জুম এপস এর মাধ্যমে।
সভার তারিখ ও সময় ঃ ০৮ জুলাই, ২০২১ খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ হাজিরা রেজিষ্টার দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি উপজেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় আলোচ্যসূচি ও কার্যপত্র অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুন, ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকলে তিনি সভাকে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের জন্য অনুরোধ করেন।	গজারিয়া উপজেলা পরিষদের জুন, ২০২১ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
২	আলোচ্যসূচি-২ ঃ বিগত সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা। (ক) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন উপবৃত্তি ৪,০০,০০০/- টাকা সাথে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের টাকা উত্তোলন করে এক সাথে করে ৮,০০,০০০/- টাকা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভালো হয় বলে সভায় প্রস্তাব করেন।	মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার প্রস্তাব মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
	(খ) উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, কোরবানির পশুর হাট গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ নামে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। যেখান থেকে কোরবানির পশু ক্রয় করা যাবে বলে সভাকে অবহিত করেন। গজারিয়া এ বছর প্রায় ৮-১০ হাজার কোরবানির জন্য গরু মোটাতাজা করা হয়েছে। গত বছর গজারিয়াতে ৬-৭ হাজার কোরবানির পশু জবাই করা হয়েছে। সে হিসেবে এ বছর পর্যাপ্ত গরু রয়েছে বলে সভাকে জানান। তিনি আরো বলেন যে এই করোনা মধ্যে বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তাই বেশি করে দুধ, ডিম, গোশত খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।	কোরবানীর গরু মোটাতাজাকরণ এর জন্য খামারীদের কে পরামর্শসহ এ বিষয়ে নজর রাখার জন্য উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা কে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা
	(গ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, করোনাকালীন সময়ে তাদের দপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার কারনে সাড়ে ৩ হাজার হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় সবজির প্রচুর ফলন থাকায় পর্যাপ্ত সবজি রয়েছে।	----	--

	(ঘ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত কালকে গজারিয়া উপজেলায় ২৬ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ১১ জনের করোনা পজেটিভ হয়েছে। এ ব্যাপারে এখন থেকেই ব্যবস্থা না নিলে পরবর্তীতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সভাকে অবগত করেন। তাই বাজারসহ যে সকল স্থানে মানুষ জড়ো হয় সেখানকার আনা গোনা বন্ধ করতে হবে। গজারিয়াতে এখন ৩ হাজার ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে। এখনোও ০১ জন করোনা রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি রয়েছে বলেও সভাকে জানান। তাছাড়া হাইফ্লো অক্সিজেন নেই তা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। কেননা হাইফ্লো অক্সিজেন খুবই প্রয়োজন বলে সভাকে জানান। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ বলেন যে, বেসরকারিভাবে হাইফ্লো ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা দেখার জন্য বলেন। এ বিষয়ে জানালে উপকৃত হবে। হাইফ্লো অক্সিজেন এর ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, খুলনা জেলা ছাড়াও অন্যান্য উপজেলায় হাইফ্লো অক্সিজেন ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য নেওয়ার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা স্বাস্থ্য পঃ কর্মকর্তা
	(ঙ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকতা সভায় জানান যে, তার দপ্তরে দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য ০১ টি মাত্র কম্পিউটার রয়েছে। যা দিয়ে কাজ চালানো খুবই কষ্টকর। তাই ০১ টি ল্যাপটপের ব্যবস্থা করা হলে অত্র অফিসের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই সহজ হবে সভায় প্রস্তাব করেন। এছাড়া অত্র অফিসে বিভিন্ন কাজে দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন শিক্ষকগন আসেন। অত্র অফিসের একটি মাত্র টয়লেট থাকায় খুবই সমস্যা হয়ে থাকে। তাই আরো একটি টয়লেট এর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বেশ কিছু জায়গা স্থানীয় লোকজনের দখলে আছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহন করতে পারলে জায়গাগুলো পুনরুদ্ধার করা সহজ হবে বলে সভাকে জানান। প্রতিটি বিদ্যালয়ে (৮৭ টি) শিশুদের জন্য বেসিনের ব্যবস্থা করতে পারলে করোনা কালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বিধি মানা সহজ হবে।	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রস্তাব মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী
	(চ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সভায় জানান যে, করোনা পরিস্থিতির অবনতির কারনে সদর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশিক্ষন কার্যক্রম বন্ধ আছে। লকডাউন তুলে নেওয়া হলে এবং সদর কার্যালয়ের নির্দেশনা পাওয়া গেলে এপ্রিল/২১ হতে জুন/২১ পর্যন্ত সেশনের প্রশিক্ষনার্থীদের ৬০ কর্ম দিবস পূর্ন করা হবে। জুলাই/২১ হতে সেপ্টেম্বর/২১ পর্যন্ত সেশনের প্রশিক্ষনার্থী ভর্তি স্থগিত আছে। ১২৪ জন মাতৃত্বভোগীদের নামে বরাদ্দ ব্যাংক	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

একাউন্টে জমা হয়েছে। প্রতি ইউনিয়নে ৭ জন হিসেবে ৫৬ জনের তালিকা অনলাইনে পূরন করা হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা মেনে অন-লাইনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
(ছ) উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী সভায় বলেন যে, সমগ্র বাংলাদেশে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প হতে একটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে এরকম প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে সভায় উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, আর্সেনিক প্রকল্প হতে প্রাপ্ত গভীর নলকূপের স্থান তালিকা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন যে, আর্সেনিক প্রকল্প হতে প্রাপ্ত গভীর নলকূপ স্থাপনের স্থান তালিকা প্রদানের বিষয়ে সরকারি নির্দেশনার আলোকে মতামত চান। তাছাড়া আশ্রয়ন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১৮ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত নলকূপ গুলোর সহায়ক চাদার ১,৪০,৪৯০/- টাকা জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।	প্রতি ইউনিয়নে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কে অনুরোধ করা হয়। আর্সেনিক প্রকল্প হতে প্রাপ্ত গভীর নলকূপের স্থান তালিকা ৫০% মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রদান করা হয়। আর বাকী ৫০% স্থান তালিকা উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ সমন্বয় করে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আশ্রয়ন প্রকল্পের ১৮ গভীর নলকূপের সহায়ক চাদার ১,৪০,৪৯০/- টাকা পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়।	উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)/ উপজেলা প্রকৌলশী/উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী
(জ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, ১ম পর্যায়ে ১৫০ টি ঘরের মধ্যে বালুয়াকান্দির বড় রায়পাড়া ২৮ টি ঘর নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উপকারভোগীদে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেংগারচর ইউনিয়নে ০৬ গৃহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উপকারভোগীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভবেরচর ইউনিয়নে ৩০ টি গৃহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উপকারভোগীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নে ২৩ টি গৃহের কাজ সম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উপকারভোগীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাউশিয়া ইউনিয়নে ২১ টি গৃহের মধ্যে ১০ টি গৃহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উপকারভোগীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকী ১১ টি ঘরের মধ্যে ০৭ টি গৃহের কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৪ টি গৃহের কাজ মাটি ভরাটের জটিলতার কারনে নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। ইমামপুর ইউনিয়নে ১০ টি গৃহের কাজ চলমান। কাজের অগ্রগতি ৫০%। গজারিয়া ইউনিয়নে ফুলদিতে ৩২ টি গৃহের মধ্যে ২৯ টি গৃহের কাজ চলমান এবং কাজের অগ্রগতি ৫০%। বাকী ০৩ টি গৃহের মাটি কমপেকশন হয়নি বিধায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। মোট ৯৭ টি গৃহের নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী ৫৩ টি ঘরের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিজাইন মোতাবেক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলে প্রতিটি ঘরে ৩০/৩৫ হাজার টাকা বেশি খরচ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, যে ৯৭ টি গৃহ নির্মিত হয়েছে সে গৃহগুলো টেকসই করার লক্ষ্যে গৃহের চারপার্শ্বে সিসির কাজ করা এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার বক্তব্যের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তাবয়ন কর্মকর্তা

	জন্য ড্রেন নির্মাণ করা আবশ্যক বলে সভাকে জানান।		
	(ঝ) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সভায় জানান যে, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের আওতাধীন উপজেলা সদর ক্লিনিকসহ মোট ০৯ টি সেবা কেন্দ্র আছে। উক্ত ০৯ টি কেন্দ্রের মধ্যে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ০৫ টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ০২ টি, ইউনয়ন পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ০১ টি এবং ০১ টি সদর ক্লিনিক নিয়মিত মা শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে আসছেন। ০৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে সপ্তাহে ০৬ কার্যদিবসে গড়ে প্রতিদিন অন্তত পক্ষে ১০০ জন গর্ভবতী মা, শিশু ও সাধারণ রোগী সেবাগ্রহণ করে থাকেন। সরকারি বরাদ্দকৃত ঔষধ দিয়ে মাসের অর্ধেক সময়ও সেবা প্রদান করা যায়না। এই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিতকরার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী যথেষ্ট নয়। বর্ণিত ০৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আগামী ০৬ মাসে প্রায় ৭২,০০০ মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ থেকে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী বাবদ ৭,৩৯,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদ থেকে অর্থ বরাদ্দ পেলে বরাদ্দকৃত অর্থ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী দিয়ে ০৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের আওতাধীন এই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে বলে সভাকে জানান।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার বক্তব্যের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী
	(ঞ) জনাব মনসুর আহমেদ খান, চেয়ারম্যান, ইমামপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় বলেন যে, এখন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। অতি বৃষ্টির কারনে রাস্তাগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। মানুষ সবাই রাস্তার পাশে বাড়ি-ঘর করছে। এতে করে বৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। তাই ড্রেন কিংবা এর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী
	(ট) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান প্রধান, চেয়ারম্যান, বাউশিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সভায় জানান যে, অতি বৃষ্টির ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই ড্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে জনগন উপকৃত হবে। পূর্বের প্রস্তাবিত রাস্তা গুলোর কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া তিনি আরো বলেন যে, তার ইউনিয়নে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৪-৫ শত লোক কাজ করছে। তাদের মধ্যে অনেকে করোনায় আক্রান্ত রয়েছে। তারা বাউশিয়াসহ ভবেরচর ইউনিয়নে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া নিয়ে বসবাস করছে বলে সভাকে জানান। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী

	(ঠ) জনাব ইঞ্জিঃ সাহিদ মোঃ লিটন,চেয়ারম্যান, ভবেরচর ইউনিয়ন পরিষদ সভায় জানান যে , অতি বৃষ্টির কারনে আলীপুরা রাস্তাটি ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া তার ইউনিয়নে ০২ টি বড় খেলার মাঠ রয়েছে। তার মধ্যে ভবেরচর খেলার মাঠটি বৃষ্টি হলে পানিতে ডুবে যায়। তাই মাঠটি ভরাট করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া তার ইউনিয়নে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেখানে অনেক কর্মী করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের মাধ্যমে জনগনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে বলেও জানান। তিনি আরো বলেন যে, ত্রানের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া বিধবা, বয়স্ক ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা গুলো কে বা কাহারা নিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। ভাতা ভোগীদের প্রসঙ্গে মাননীয় সংসদ সদস্য বলেন যে, ভাতাভোগীদের টাকার বিষয়ে খোজ রাখেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন। অন্যথায় এ দায়ভার আপনাদের কে গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে থানায় জিডি করা হয়েছে। কিছু দিন আগে একজন কে আটক করা হয়েছে বলেও সভাকে জানান। চেয়ারম্যান, ইমামপুর ইউপি এ ব্যাপারে বলেন যে, যাকে আটক করা হয়েছিল তাকে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা তাকে যে কারণে আটক করা হয়েছে সে কারনে কোন প্রকার মামলা করা সম্ভব নয়। তাই ভবিষৎতে যাতে এমন কোন অপরাধ না করে সে বিষয়ে সর্তক করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এ ব্যাপারে বলেন যে, বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক। ছেলেটি কে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে না দিয়ে অন্য কোন ধারায় মামলা দিতে পারতো। কেননা এ বিষয়ে পূর্বের সভায়ও আলোচনা করা হয়েছে।	ভবেরচর ইউপি চেয়ারম্যানের প্রস্তাব মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপজেলা প্রকৌশলী
	(ড) জনাব মোঃ আবু তালেব ভূইয়া, চেয়ারম্যান, গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সভায় জানান যে, তার ইউনিয়নে মেম্বারদের মাধ্যমে প্রতিটা মসজিদে প্রায় ৭০০০ মাক্ষ বিতরণ করেছেন। তাছাড়া অতি বৃষ্টির কারনে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র দিয়েছে বলেও সভাকে জানান। যে সকল রাস্তা গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে তার পাশে প্রোটেকশন ওয়াল করে দিলে রাস্তা টিকা সম্ভব বলেও সভাকে জানান। তিনি আরো বলেন যে, সোনালী মার্কেট সহ অন্যান্য বাজারে লোক সমাগত হয়ে থাকে ফলে করোনা বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুকি রয়েছে। তাই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া ভাতা ভোগীদের টাকাগুলো মোবাইলের মাধ্যমে না দিয়ে ব্যাংক একাউন্ট এর মাধ্যমে দিলে ভালো হয় বলে প্রস্তাব করেন। তাছাড়া হোল্ডিং ট্যাক্স বা[illegible] কম হওয়ায় তার ইউপি সদস্যদের সম্মানী ভাতা দিতে সমস্যা হচ্ছে। তাই উপজেলা পরিষদ হতে হাট-	প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপজেলা প্রকৌশলী

	বাজারের টাকাসহ অন্যান্য যে অংশ ইউনিয়ন পরিষদ পাবে তা পরিশোধ করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।		
	(ঢ) জনাব খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, অল্প বৃষ্টিতে কলেজ রোড এ পানি জমে থাকে। যা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে কোরবানির পশুর হাটে কেনা-বেচা করা হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া কোরবানির দিন যাতে যত্রতত্র জায়গা ময়লা আবর্জনা না ফেলা হয় সে বিষয়ে জনগনকে সচেতন করার জন্য অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী
	(ণ) জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, অতি বৃষ্টির কারনে অনেক রাস্তা ঘাট ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাই রাস্তাগুলোর ব্যাপারে এখন থেকে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। করোনার বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া যে কোন বরাদ্দ আসলে উভয় ভাইস চেয়ারম্যানকে সম্পৃক্ত রাখার জন্য অনুরোধ করেন। টিউবওয়েল এর বরাদ্দ আসলে তাদের জন্য যাতে সেখান থেকে কিছু বরাদ্দ রাখা হয় সে জন্যও অনুরোধ করেন।	সাবমার্সিবল টিউবওয়েলের স্থান নির্ধারনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।	উপজেলা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা
	(ত) জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভায় জানান যে, বর্তমানে যে সকল জায়গায় আশ্রয়নের ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে তা আগেই নির্বাচন করা ছিল। ২য় পর্যায়ে ঘরের জন্য বাউশিয়া ইউনিয়নে জায়গা সিলেক্ট করা হয়েছে। বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে আশ্রয়নের ঘরের বিষয়টি অতি বৃষ্টির কারনে একটি ঘরের বারান্দা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যা ইতিমধ্যে মেরামত করা হয়েছে। তাছাড়া উপজেলা পরিষদ হতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ নিয়ে গাইড ওয়ালের কাজ করা হচ্ছে বলেও সভাকে অবগত করেন। আশ্রয়নের ঘরগুলোতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী ও পিআইও প্রতিবেদন দেওয়া ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়। তাছাড়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে বলে সভায় প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে করোনা প্রতিরোধ কমিটি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে সভাকে জানান।	আশ্রয়ন প্রকল্পে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তাবয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। করোনা প্রতিরোধে সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ করেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফগার মেশিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী/ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
	(থ) জনাব আমিরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, কিছু দিন পূর্বে গোয়ালগাও, ইসমানিরচর সহ অন্যান্য কয়েকটি নদী ভাঙ্গন এলাকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ তিনি পরিদর্শন করেন। এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ব্যাপার উপজেলা প্রকৌশলী কে	উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রস্তাব মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা/উপজেলা প্রকৌশলী

	স্ট্রীমেট করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়। তাছাড়া যে সকল নদী ভাঙ্গন এলাকার কাজ এখন করা সম্ভব নয় তা পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হবে বলে সভাকে জানান। তাছাড়া জাইকার টাকার সাথে সমন্বয় করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ করোনার জন্য হাইফ্লো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও সভাকে জানান। বাউশিয়া ও ভবেরচর ইউনিয়নে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কারনে করোনা প্রকোপ যে হারে বাড়ছে তা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এ ব্যাপারে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। উপজেলা হাট বাজার সহ যে সকল খাত হতে ইউনিয়ন পরিষদ টাকা পাবে তা দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।		
	(দ) জনাব অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্দি দাস, মাননীয় সংসদ সদস্য, মুন্সীগঞ্জ- ০৩ সভায় জানান যে, আজকের সভায় যে সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অনুপস্থিত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পত্র প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বলা হয়। তাছাড়া সামনে কোরবানির ঈদ। এ ব্যাপারে অনলাইনে পশু ক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। করোনার ঝুঁকি এড়াতে অনলাইনে পশু ক্রয়ের জন্য সবাই উৎসাহিত করুন। অতি বৃষ্টির কারনে যে সকল রাস্তাগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সে সকল কাজের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে বিশেষ বরাদ্দ আসতে পারে বলে সভাকে অবগত করেন। পানির মধ্যে রাস্তার কাজ না করা হয় যদি করে তাহলে যাতে পানি নিষ্কাশন করে করা হয় সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য বলা হয়। ভবেরচর থেকে গজারিয়া হয়ে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত ১০০ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। অথচ রাস্তা গুলোতে দেখা যায় যে মানুষ যত্রতত্র আবর্জনা, গরু বেধে রাখে। তাছাড়া স-মিল গুলো তারা রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তা দখল করে রাখে। এ সংক্রান্ত ছোট খাট বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানদের কে নিজ দায়িত্বে সমাধান করতে বলা হয়। প্রানি সম্পদ বিভাগকে অন-লাইনে গরু কেনা-বেচার ব্যবস্থা করায় ধন্যবাদ জানান। গজারিয়া উপজেলায় করোনার বিষয়টি ভালো ভাবে মাথায় নিয়ে এখন কাজ করতে হবে। বিধি নিষেধ মেনে যদি কোন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে তাহলে চলবে। না হয় অন্যথায় ব্যবস্থা নিবেন। সামনে কোরবানির ঈদ তাই বিদ্যুৎ যাতে ঠিকমত রাখা হয় সে ব্যাপার ডিজিএম কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার জন্য বলা হয়। উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানদের কে কোন সুযোগ-সুবিধা থাকে তাহলে দেখার জন্য বলা হয়। জাইকার এক জায়গার টাকা অন্য জায়গায় ব্যবহার করা যাবে কিনা তা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জেনে নেওয়ার জন্য বলা হয়। সাংবাদিকদের কে তথ্য প্রমানসহ রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করেন। মাদ্রা কে সাদা আর কালো কে কালো বলার জন্য বলা হয়। সবশেষে সবাইকে একসাথে জনগনের কল্যানে	সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। রাস্তার উপর যত্র. তত্র আবর্জনা সহ রাস্তা দখলের বিষয়গুলোর নিজ নিজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের নিজ দায়িত্বে অপসারন করতে হবে। গজারিয়া উপজেলায় করোনার বিষয়ে এখন থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোরবানীর ঈদে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকদের কে তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ডিজিএম, পল্লী বিদ্যুৎ/ইউপি চেয়ারম্যান (সকল)

	কাজ করার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করেন।		
০৩	আলোচ্যসূচী- ০৩ ঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের খসড়া বাজেট পর্যালোচনা ঃ করোনা মহামারির কারনে কাজে ভাটা পড়েছে। বাজেট সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে এ সপ্তাহের মধ্যে শেষ করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী কে অনুরোধ করা হয়।	আগষ্ট মাসে বিশেষ সভার মাধ্যমে বাজেট অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী
০৪	আলোচ্যসূচী-০৪ ঃ করোনা প্রতিরোধ ও সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় বলেন যে, করোনা প্রতিরোধে গজারিয়া উপজেলা সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি ০৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কাজ করছে বলে সভাকে জানান। তাছাড়া ঘরের বাহিরে বের হলে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধান করাসহ সার্বক্ষনিক করোনার বিষয়ে জনগনকে সচেতন করা হচ্ছে বলেও সভাকে জানান।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রস্তাব মোতাবেক সকলকে করোনার জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল
০৫	আলোচ্যসূচী-০৫ ঃ লকডাউনের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা প্রসঙ্গে। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ বলেন যে, করোনা মহামারীর কারনে সরকার ঘোষিত লকডাউনে প্রভাবে অনেক লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। যাদের মধ্যে পরিবহন শ্রমিক গুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই পরিবহন শ্রমিকদের পাশাপশি বাহির থেকে আসা অনেক লোক গজারিয়া বসবাস করছে তাদের সহ সরকারি সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয় সে জন্য অনুরোধ করেন।	প্রস্তাব মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	
০৬	আলোচ্যসূচী-০৬ ঃ আশ্রয়ন প্রকল্প -২ বিষয়ে আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় আশ্রয়ন প্রকল্পের বিষয়ে তিনি বলেন যে, ০১ জনের সুনাম মানেই সবার সুনাম আর ০১ জনের বদনাম মানেই সকলের বদনাম। গৃহহীনদের জন্য ঘর দেওয়া পৃথিবীর কোন দেশে এমন নজির নেই । তাই এ বিষয়ে যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। এক ইউনিয়নে লোক যাতে অন্য ইউনিয়নে আশ্রয়নের ঘরে না আসে সে বিষয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। আশ্রয়নে বিষয়ে উপজেলা পরিষদ অবগত নয় বলে সভাকে জানান। তাই প্রতিটা বিষয়ে যাতে উপজেলা পরিষদকে অবগত করা হয় সে জন্য বলা হয়। আশ্রয়নে ঘর নির্মাণে যে সকল সর্ত গুলো দেওয়া হয়েছিল তা পুরোপুরি ভাবে অনুসরন করলে আজ সমস্যায় পড়তে হতো না বলেও জানান। সাংবাদিকদের বিষয়ে তিনি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের সাথে কোন বিষয় আলোচনা না করে যাতে তথ্য প্রচার না করা হয়। আগামীতে যাতে মাননীয় সংসদ নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন।	উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রস্তাব মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

০৮/০৭/২১

(আমিরুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

স্মারক নং- উঃজেঃপঃচেঃগজাঃ/২১-২৫ তারিখ ঃ০৮/০৭/২০২১ খ্রি.।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৫। উপজেলা .....(সকল) কর্মকর্তা, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৬। চেয়ারম্যান, ...(সকল) ইউপি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
৭। অফিস কপি।

(জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।